দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তির সুযোগ পাবে না অনেক মেধাবী

রিয়াজ চৌধুরী

দেশের ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি সংকট রয়ে গেছে। এবার রেকর্ডমাত্রায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তি এ সংকটকে আরো ঘনীভূত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজধানীসহ বড় শহরের নামিদামি কলেজগুলোতে এ সংকট আরো প্রকট। এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬১ জন। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা বেড়েছে ২০ হাজার ৬৫৪ জন। ফলে সর্বোচ্চ ফলাফল জিপিএ-৫ পেয়েও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সারাদেশে ভালো কলেজগুলোতেও এতো আসন নেই। রাজধানীর ১৫টি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার এবং সারাদেশ মিলিয়ে ৪০ হাজারের অধিক আসন হবে না বলে জানা গেছে। ফলে ভালো কলেজে ভর্তি নিয়েই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ভর্তির আসন সংকট হবে না। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম হওয়াতে মেধাবীদের ভর্তিতে সমস্যা হবে। আমরা মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। যাতে মেধাবীদের ভর্তিতে তেমন কোন সমস্যা না হয়। তিনি বলেন, মানসম্মত কলেজের প্রিন্সিপালদের ইতোমধ্যে ভর্তির আসন বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬১ জন
ভালো কলেজে আসন সংখ্যা ৪০ হাজার
আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে -শিক্ষামন্ত্রী

ব্যানবেইস সূত্রে জানা যায়, দেশে আড়াইশ' সরকারী কলেজসহ মোট কলেজ রয়েছে প্রায় ৩ হাজার। এরমধ্যে রাজধানীসহ সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে প্রায় ৪৫০টি। ঢাকা শহরের প্রায় দেড়শ কলেজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কলেজ রয়েছে ১৪ থেকে ১৫টি। এসব প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। কিন্তু এবার ঢাকা বোর্ডেই জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ হাজার ১৪২ জন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবারো ভর্তিতে জিপিএকে প্রাধান্য দেয়ার সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। কোনো ধরনের পরীক্ষা ও ভাইভা নেয়া যাবে না। একই সিরিয়ালে একই জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী থাকলে সেক্ষেত্রে ভর্তি কমিটি চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ এবং ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারবে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য শহর পর্যায়ের কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করার জন্য বলা হয়েছে। শীর্ষ গ্রেড পেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেও শিক্ষার্থীরা

পৃঃ ১২ কঃ ৪

ভর্তির সুযোগ পাবে না অনেক মেধাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের সেরা কলেজগুলোর একটি আসনে জায়গা করে নিতে পারবে কিনা এ আশঙ্কা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মনে থেকেই যাচ্ছে। তাদের দাবি, কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আগের মতো ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক। প্রতি বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়ছে না ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রের অভিভাবক আনোয়ার হোসেন বলেন, আমার ছেলে ভাল ফল করেছে। তবে ছেলে এসএসসিতে ভাল ফলাফল করার পরও ভাল কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সংশয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রিন্সিপাল সাহান আরা বেগম বলেন, ভাল ফল করার পরও অনেকে আশানুরূপ কলেজে ভর্তি হতে পারবে না, এটা সত্য। এ প্রসঙ্গে নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি বলেন, এটা ঠিক ভালো কলেজে মেধাবীদের ভর্তির ক্ষেত্রে সংকট থেকেই যাচ্ছে। তবে গ্রামের কলেজগুলোকেও শিক্ষার্থী পেতে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। অনেক জেলা শহরে এখন ভালো কলেজ গড়ে উঠেছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টা করছে। তিনি আরো বলেন, ভালো ছাত্র মানেই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর জন্য ভালো শিক্ষকও প্রয়োজন। তিনি বলেন, ছাত্র ভর্তি করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেশিসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ঠিক থাকে না।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের পর এবার রেকর্ডসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ এবার সোনার হরিণ। ১০টি শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৮২ হাজার ৯৬১ জন শিক্ষার্থীই নয়, জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ ৫ পর্যন্ত পেয়েছে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৭১০ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে জিপিএ-৪ পর্যন্ত পেয়েছে আরো ২ লাখ ৯ হাজার ৮৬৬ জন। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থীর জন্যও পর্যাপ্ত ভালো কলেজ নেই। তাই তাদের বাধ্য হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কলেজে ভর্তি হতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে কলেজে এইচএসসিতে আসনসংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৭০ হাজার। আর এবার এসএসসিতে সর্বমোট পাস করেছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। দেশে ২৫২টি সরকারী কলেজসহ মোট সরকারী-বেসরকারী কলেজ রয়েছে প্রায় ৩ হাজারের মতো। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শীর্ষ অর্থাৎ 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে প্রায় ৪৫০টি। বিভাগওয়ারি এই হিসাব হচ্ছে- ঢাকা বিভাগে ৯৫টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৪টি, খুলনা বিভাগে ৫১টি, রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১৩৮টি এবং বরিশাল বিভাগে ৩৬টি 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ রয়েছে। ব্যানবেইস ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, শুধু 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ হলে সবাই সেখানে ভর্তি হতে চায় না। এর মধ্যেও আবার শীর্ষ কলেজগুলো খোঁজে সবাই। ভালো রেজাল্ট করা শিক্ষার্থীদের কাছে ভালো কলেজের তালিকায় রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি। ঢাকা শহরের ১০৫টি কলেজের মধ্যে এ সংখ্যা ১৪ থেকে ১৫টির মতো। এগুলো হচ্ছে : নটরডেম কলেজ, ঢাকা কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রাউজক উত্তরা মডেল কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকার কলেজগুলোর মধ্যে নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ১৪০টি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ৯৯০টি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে ৬৫০টি, ঢাকা কলেজে ১ হাজার ১০০টি, হলিক্রসে ৪৯০টি, ঢাকা কমার্স কলেজে ৯০০টি, সরকারী বিজ্ঞান কলেজে ৪৭৫টি, বদরুন্নেছা কলেজে ৮২০টি, ঢাকা সিটি কলেজে ১ হাজার ১৮০টি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৪৫৫টি আসন আছে। এছাড়া লালমাটিয়া গার্লস কলেজে ৬১৫টি, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজে ৪৩২টি, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে ৩৭০টি, বিএএফ শাহীন কলেজে ৬০৬টি, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে ৫৬৫টি, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৮টি, সরকারী গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজে ১৪০টি, এসওএস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজে ১০৩টি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ২০৯টি, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজে ৩৪টি, সরকারী বাঙলা কলেজে ৯৭২টি, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি কলেজে ২০৭টি, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ২১৪টি, তেজগাঁও কলেজে ৪০২টি, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ১৯৯টি, ইস্টিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজে ৬০টি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ৬৭১টি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ৬৫১টি, শেরেবাংলা বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে ৩০৯টি, সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১ হাজার ৪৮৫টি, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজে ৫১৪টি, নবকুমার ইনস্টিটিউশনে ১০০টি আসন রয়েছে।